বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

বাংলাদেশ চা বোর্ড

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.teaboard.gov.bd

মুখবন্ধ

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বার্ষিক প্রতিবেদন। এটি একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নির্দেশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন দপ্তর (বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট), বিভিন্ন শাখার কর্মপরিধি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ চা বোর্ডের গঠন-কাঠামো, কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি, নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত সেবাসমূহের পাশাপাশি বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি দেশের চা শিল্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার পাশাপাশি চা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজন, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং গবেষকদের মূল্যবান তথ্য উপাত্তের ঘাটতি পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ভূমিকা রাখবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আমি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ চা বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ অর্থবছর

বাংলাদেশ চা বোর্ড

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা

মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ চা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ: মোছা: সুমনী আক্তার, সচিব
মোহাম্মাদ রুহুল আমীন, উপসচিব
মো: রাজিবুল হাসান, জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা

প্রকাশকাল

১২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৭ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরিচিতি	০৬-০৭
২.০	চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	০৭-০৮
৩.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলি	০৮-০৯
৪.০	বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	০৯-১৪
৫.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্মবন্টন	১৪-১৭
	৫.১ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)	১৪
	৫.২ প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)	১৫
	৫.৩ পরিকল্পনা শাখা	১৫-১৬
	৫.৪ বাণিজ্য শাখা	১৬
	৫.৫ হিসাব শাখা	১৬
	৫.৬ সংস্থাপন শাখা	১৬
	৫.৭ ভূমি নিয়ন্ত্রণ শাখা	১৬
	৫.৮ জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা	১৭
৬.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	১৭-২৯
৭.০	বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য	৩০-৩২

১.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরিচিতি

১.১ বাংলাদেশ চা বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ এর অধীনে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান টি বোর্ড গঠন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৪ জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালের ০৮ আগস্ট পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ বাতিল করে টি বোর্ড পরিচালনার লক্ষ্যে চা অধ্যাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। ১৯৭৭ সালে চা অধ্যাদেশ-১৯৫৯ বাতিল করে চা অধ্যাদেশ -১৯৭৭ জারী করা হয় এবং এ অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক গেজেটের মাধ্যমে চা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ রহিত করে সরকার চা আইন ২০১৬ জারী করেন। বর্তমানে চা আইন ২০১৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ চা বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে।

১.২ বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে চা শিল্পের উন্নয়ন তথা চায়ের উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা ও পরিত্যাক্ত চা বাগান পুনর্বাসন, বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের উপর উপ-কর আরোপ এবং তার সহায়ক অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সামগ্রিকভাবে চা শিল্পের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা।

১.৩ বাংলাদেশ চা বোর্ডের দুটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এবং প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অবস্থিত। বিটিআরআই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সকল চা বাগানে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি চা শিল্পে প্রয়োগে কাজ করছে। অপরদিকে, পিডিইউ চা বাগানের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বাগানের উন্নয়ন কার্‌যযক্রম মনিটরিং এর কাজ করে যাচ্ছে।

১.৪ গবেষণার মাধ্যমে দেশের চা শিল্পকে এগিয়ে নিতে ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রীমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) (btri.gov.bd)। শুরুতে টি রিসার্স স্টেশন হিসেবে এটি যাত্রা শুরু করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে চায়ের উচ্চ ফলনশীলতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি, চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি চা শিল্পে বিস্তার করাই এ প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউট দেশের ১২ টি জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিগনিত। প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত উচ্চ ফলনশীল ও গুনগতমান সম্পন্ন ২৩ টি ক্লোন ও ৫টি বীজের জাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ৮টি বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিটিআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চা শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়নে প্রবহমান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১.৫ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের চা শিল্প মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে এ শিল্পের উন্নয়নে EC এবং ব্রিটেনের ODA'র মতো দাতা সংস্থার অনুদান ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে এ শিল্পের পুনর্বাসনে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকার দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল দিয়ে "বাংলাদেশ চা পুনর্বাসন প্রকল্প (বিটিআরপি)" নামে একটি ১২ বছরের উন্নয়ন কর্মসূচি ১৯৮০ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের (বিটিবি) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) (pduteaboard.gov.bd) ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পিডিইউ যখন কাজ শুরু করে তখন এর দায়িত্ব ছিল "ইনটেনসিভ কাল্টিভেশন অফ টি" এবং "প্লান্টিং অফ টি" নামে দুটি অনুমোদিত

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ চা পুনর্বাসন প্রকল্প (বিটিআরপি) শুরু হলে, পিডিইউ বিটিআরপি-এর অন্যতম উপ-প্রকল্পে পরিণত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ চা বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত একটি ইউনিট হিসেবে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে।

১.৬ বোর্ডের মিশন ও ভিশন:

রূপকল্প (Vision): দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানীর জন্য অধিক চা উৎপাদন।

অভিলক্ষ্য (Mission): চা বাগানের চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিতকরণপূর্বক এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, ক্ষুদ্র চা চাষে উৎসাহ প্রদান, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও চা রপ্তানীর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার।

২.০ চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:

২.১ চা বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে সুপরিচিত। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ১৮৪০ সালে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথম চা আবাদের শুরু হলেও এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষের শুরুটা হয় ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়া চা বাগানে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চা এ অঞ্চলের অন্যতম শিল্প হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালের ৪ জুন চা বোর্ড পুনর্গঠন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব গ্রহণের পর চা শিল্প নবউদ্যোমে যাত্রা শুরু করে।

২.২ **প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। তিনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন ঢাকার মতিঝিলে চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করেন। বঙ্গবন্ধু মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত তৎকালীন "টি রিসার্চ স্টেশনে" ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি টি অ্যাক্ট-১৯৫০ সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু করেন।

২.৩ **স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান:** বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর যুদ্ধোত্তর মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত চা বাগান পুনর্বাসনে "বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)" গঠন করেন। তিনি চা কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু চা শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণ; যেমন-বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি, প্রাথমিক শিক্ষা এবং রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে "টি রিসার্চ স্টেশন-কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন যা বর্তমানে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) হিসেবে দেশের চা গবেষণার উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

২.৪ **জাতীয় চা দিবস ঘোষণা:** চা শিল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চা শিল্প আজ টেকসই এবং মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে চা শিল্পে তাঁর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় গত ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ০৪ জুনকে "জাতীয় চা দিবস" ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৪ জুন ২০২৩ তারিখে ৩য় বারের মত দিবসটি উদযাপিত হয়েছে।

২.৫ **জাতীয় চা পুরস্কার:** দেশের চা শিল্পের ইতিহাস প্রায় ১৮০ বছরের পুরোনো। বাংলাদেশ চা বোর্ড চা শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের চা শিল্পের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং অংশীজন হিসেবে চা বাগান মালিক, ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান মালিক, চা উৎপাদনকারী, চা প্যাকেজিং ও বিপণন কোম্পানি, চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন তাঁদের স্ব স্ব কর্মকান্ডের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। চা শিল্পের এ অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান ও অনুপ্রাণিত করার অভিপ্রায়ে চা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক জাতীয় চা দিবস উদযাপনকালে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে "জাতীয় চা পুরস্কার" প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় চা পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ২০২৩ সালের ২৫ জানুয়ারি "জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালা ২০২২" এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। আট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮টি ক্যাটাগরিতে ২০২৩ সালের ৪ জুন প্রথমবারের মত "জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩" প্রদান করা হয়েছে।

৩.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলী:

- চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
- চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ
- চায়ের আমদানি পরিবীক্ষণ, রপ্তানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা
- বিভিন্ন প্রকার চায়ের গুণগতমাণ নির্ধারণ এবং চায়ের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- চা আস্বাদনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- চায়ের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান উন্নয়নের জন্য চা চাষাবাদ ও চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা গ্রহণ ও পরিচালনা করা এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- চায়ের জন্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দমনে সহায়তা
- ক্ষুদ্রায়তন বাগানের চা উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমবায়ী কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- চা চাষাবাদ ও বাগান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- চা এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রদর্শনী খামার ও উৎপাদন কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- চায়ের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- বাগান ও কারখানা নিবন্ধীকরণ এবং বাগান মালিক, চা প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক, ব্লেন্ডার, বিডার, ব্রোকার, চা বর্জ্য বিক্রেতা এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাগণকে লাইসেন্স প্রদান।
- সরকারের নির্দেশ অনযায়ী যে কোন ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করা অথবা যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্জন, গ্রহণ বা পরিচালনা
- নতুন বাগান প্রতিষ্ঠা করাসহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিত্যক্ত বাগান গ্রহণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে বিদ্যমান বাগানগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- বাগানের চা চাষ বহির্ভূত অতিরিক্ত জমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
- বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং
- বাংলাদেশের চা শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.০ বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

৪.১ চা আইন ২০১৬ এর ৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত:

- একজন চেয়ারম্যান
- ২ (দুই) জন সার্বক্ষনিক সদস্য
- চা বাগান রহিয়াছে এমন কোন বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, পদাধিকারবলে
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চা বোর্ড সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব, পদাধিকারবলে
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের চা বাগান সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব, পদাধিকারবলে
- প্রধান বন সংরক্ষক, পদাধিকারবলে
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশীয় চা সংসদ, পদাধিকারবলে
- চেয়ারম্যান, টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, পদাধিকারবলে
- চা ব্রোকারদের মধ্য হইতে ১ জন সদস্য এবং
- চা উৎপাদনকারীদের মধ্য হইতে ২ জন সদস্য।

৪.২ চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বোর্ডের কার্যাবলীর দক্ষ ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন।

৪.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দপ্তর, ইউনিট ও শাখাসমূহ:

দপ্তর	ইনস্টিটিউট/ইউনিট/শাখা
সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)
	প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)
	পরিকল্পনা শাখা
সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য) এর দপ্তর	বাণিজ্য শাখা
	হিসাব শাখা
সচিব এর দপ্তর	সংস্থাপন শাখা
	ভূমি নিয়ন্ত্রণ শাখা
	জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা

৪.৪ বাংলাদেশ চা বোর্ডের জনবল: বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বোর্ডের সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর এর অধীনে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট ও পরিকল্পনা শাখা; সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য) এর দপ্তরের অধীনে বাণিজ্য শাখা এবং হিসাব শাখা; সচিব এর দপ্তরের অধীনে সংস্থাপন, ভূমি নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা রয়েছে। বোর্ডের অনুমোদিত ৩৫৭ জন জনবলের বিপরীতে ২৪৬ জন কর্মরত আছে।

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
০১	চেয়ারম্যান, বিটিবি	১	১
০২	পরিচালক, বিটিআরআই	১	-
০৩	সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন), বিটিবি	১	১
০৪	সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য), বিটিবি	১	১
০৫	পরিচালক, পিডিইউ	১	১
০৬	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই	৩	৩
০৭	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ), বিটিআরআই	৭	৫
০৮	উর্ধ্বতন উন্নয়ন কর্মকর্তা, পিডিইউ	১	-
০৯	উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১	১
১০	সচিব, বিটিবি	১	১
১১	উপ-পরিচালক (হিসাব ও অর্থ), বিটিবি	১	-
১২	উপ-পরিচালক (বাণিজ্য), বিটিবি	১	-
১৩	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা), বিটিবি	১	-
১৪	উপ-সচিব, বিটিবি	১	১
১৫	উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
১৬	উর্ধ্বতন বিপনণ কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
১৭	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
১৮	অর্থনীতিবিদ, বিটিবি	১	১
১৯	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১০	৪

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
২০	উন্নয়ন কর্মকর্তা, পিডিইউ	৩	৩
২১	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, পিডিইউ	১	-
২২	কো-অর্ডিনেটর, পিডিইউ	১	১
২৩	জনসংযোগ ও শ্রম কল্যাণ কর্তকর্তা, বিটিবি	১	১
২৪	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিটিবি ও পিডিইউ	২	১
২৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৬	ভূমি নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৭	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৮	গবেষণা কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৯	সহকারী পরিচালক (বাণিজ্য), বিটিবি	১	১
৩০	বিপণন কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
৩১	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১৫	৮
৩২	সহকারী প্রকৌশলী, বিটিআরআই ও পিডিইউ	২	২
৩৩	সহকারী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পিডিইউ	২	১
৩৪	সহকারী খামার তত্ত্বাবধায়ক, বিটিআরআই	১	০
৩৫	সিনিয়র টি মেকার, বিটিআরআই	১	১
৩৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই ও পিডিইউ	২	২
৩৭	ক্রয় কর্মকর্তা, পিডিইউ	১	-
৩৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পিডিইউ	১	১
৩৯	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১	-
৪০	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বিটিবি	১	-
৪১	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
৪২	সহকারী লাইসেন্সিং কর্মকর্তা, বিটিবি	১	-
৪৩	গুদাম কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১	-
৪৪	হিসাব রক্ষক, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৩	২
৪৫	ফোরম্যান, বিটিআরআই	১	১
৪৬	ফার্ম সুপারভাইজার, বিটিআরআই	২	১
৪৭	প্রধান সহকারী, বিটিআরআই	১	-
৪৮	উচ্চমান সহকারী, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	২৮	১৬
৪৯	ক্যাশিয়ার, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৪	৪

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
৫০	স্টোর কীপার, বিটিআরআই	১	১
৫১	পরিসংখ্যান সহকারী, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৪	৪
৫২	আমদানি সহকারী, বিটিবি	১	১
৫৩	গবেষণা সহকারী, বিটিবি	১	-
৫৪	ফ্যাক্টরী সহকারী, বিটিআরআই	১	১
৫৫	হিসাব সহকারী, বিটিআরআই	১	১
৫৬	টি মেকার এন্ড স্যাম্পলার, বিটিআরআই	১	১
৫৭	সিনিয়র টেকনিশিয়ান, বিটিআরআই	১	১
৫৮	ষ্টেনো গ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৬	৫
৫৯	ব্যক্তিগত সহকারী, পিডিইউ	১	১
৬০	ফার্মাসিষ্ট, বিটিআরআই	১	১
৬১	কম্পাউন্ডার কাম প্যাথলজিষ্ট, বিটিআরআই	১	১
৬২	লাইব্রেরিয়ান কাম-পাবলিকেশন অফিসার, বিটিআরআই	১	১
৬৩	উর্ধ্বতন খামার সহকারী, বিটিআরআই	৪	২
৬৪	ষ্টোর কীপার, পিডিইউ	১	-
৬৫	মাঠ সহকারী, বিটিআরআই	৫	৫
৬৬	খামার ও গুদাম সহকারী, বিটিআরআই	১	-
৬৭	সিনিয়র মেকানিক, বিটিআরআই	১	-
৬৮	প্রধান শিক্ষক, প্রাইমারী, বিটিআরআই	২	১
৬৯	ষ্টেনো টাইপিষ্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর বিটিবি ও বিটিআরআই	৬	১
৭০	পেশ ইমাম, বিটিআরআই	১	১
৭১	ফটো গ্রাফার কাম-আর্টিষ্ট, বিটিআরআই	১	১
৭২	সার্ভেয়ার, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৫	৩
৭৩	বয়লার অপারেটর, বিটিআরআই	১	-

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
৭৪	প্রধান পাচক, বিটিআরআই	১	১
৭৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৩১	১৭
৭৬	হিসাব সহকারী, পিডিইউ	৪	৪
৭৭	সহকারী ফ্যাক্টরী করণিক, বিটিআরআই	১	১
৭৮	সহকারী শিক্ষক, প্রাইমারী, বিটিআরআই	৩	২
৭৯	গাড়ীচালক, বিটিবি, বিটিআরআই ও পিডিইউ	২১	১৬
৮০	মিড ওয়াইফ, বিটিআরআই	২	২
৮১	ইলেকট্রিশিয়ান, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৪	২
৮২	প্লাম্বার, বিটিবি, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৪	২
৮৩	জেনারেটর অপারেটর, বিটিআরআই	৪	৩
৮৪	ইমাম, বিটিআরআই	১	১
৮৫	কার্পেন্টার (ছুতার), বিটিআরআই	১	-
৮৬	সহকারী গুদাম রক্ষক, বিটিআরআই	১	১
৮৭	মটর মেকানিক, বিটিআরআই	১	১
৮৮	ফিটার, বিটিআরআই	১	১
৮৯	ওয়েল্ডার, বিটিআরআই	১	১
৯০	উর্ধ্বতন গবেষণাগার সহকারী, বিটিআরআই	১	-
৯১	বয়লার রুম এটেন্ডেন্ট, বিটিআরআই	২	-
৯২	কার্য সহকারী, পিডিইউ	১	-
৯৩	গবেষণাগার সহকারী, বিটিআরআই	৭	৫
৯৪	গেষ্ট হাউস কুক, বিটিআরআই	১	১
৯৫	কুক, বিটিবি	১	-
৯৬	দপ্তরী, বিটিবি ও বিটিআরআই	২	২
৯৭	ক্যান্টিনম্যান, বিটিবি	১	১
৯৮	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর, বিটিবি	১	-

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
৯৯	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) বিটিবি, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৫২	৪৪
১০০	নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড), বিটিবি, বিটিআরআই	১৮	১৭
১০১	চেইনম্যান, বিটিআরআই	২	১
১০২	মালী, বিটিবি ও বিটিআরআই	৬	৩
১০৩	মেট, বিটিআরআই	২	১
১০৪	কুক কাম বেয়ারার, বিটিআরআই	২	২
১০৫	ড্রেসার ,বিটিআরআই	১	১
১০৬	পরিচ্ছন্নতা কর্মী-ঝাড়ুদার (সুইপার), বিটিবি ও পিডিইউ	৮	৫
	মোট	৩৫৭	২৪৬

৫.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্মবন্টন:

৫.১ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই):

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ ফলনশীল ও আকর্ষনীয় গুণগতমান সম্পন্ন ২৩ টি ক্লোন ও ৫টি বীজেরজাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ৮ টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিটিআরআই আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে কাজ করে থাকে।

- **মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ:** চা বাগানের মৃত্তিকা ও সার বিশ্লেষণ করে সারের মাত্রা নির্ধারণ, মাটির উর্বরতা, বুনট, পানি নিষ্কাশন, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও দিনের ব্যপ্তির উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- **উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ:** আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চফলনশীল ও আকর্ষনীয় গুণগতমানের চা ক্লোন উদ্ভাবন ও চা বাগানে এসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিনিময়।
- **কৃষিতত্ত্ব বিভাগ:** চায়ের কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা- প্রুনিং, ছাটাই, চয়ন, ছায়াতরু রোপন, রোপন দুরত্ব প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা।
- **কীটতত্ত্ব বিভাগ:** চা উৎপাদনের যে সকল অন্তরায় রয়েছে তার মধ্যে চায়ের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও কৃমিপোকা অন্যতম। পোকামাকড়ের জীবন চক্র, জীববৈচিত্র্য এবং আধিক্য দমনে ফলিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও পোকামাকড় দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে এ বিভাগ। একই সাথে বালাই দমনে বালাইনাশক সনাক্ত ও অনুমোদন করা হয়।

- **উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব:** চায়ের বেশ কিছু রোগবালাই চা গাছের ক্ষতি করে। এখন পর্যন্ত ২২টি জীবানুঘটিত রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে-পাতা পচা রোগ, ফোস্কা রোগ, আগা মরা রোগ, লাল মরিচা রোগ, ক্ষত রোগ, গোড়াপচা রোগ, চারকোল স্টাম্প রট উল্লেখযোগ্য। এসব রোগ দমনে করণীয় এবং চায়ের আগাছা দমন ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়ে কাজ করে এ বিভাগ।
- **প্রাণ রসায়ন বিভাগ:** চায়ের জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও গুণগতমান নির্ণয়ে কাজ করে এ বিভাগ।
- **টেকনোলজি বিভাগ:** চা প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যাবলী নিরুপন ও চা কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন ও চায়ের প্যাকিং সামগ্রী প্রমিতকরণে কাজ করে এ বিভাগ।
- **পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি বিভাগ:** চা শিল্পের উন্নয়ন, উৎপাদন, সম্প্রসারণ, অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরি এবং তা চা শিল্পের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োগে কাজ করে এ বিভাগ।

এছাড়াও বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৪টি উপকেন্দ্র রয়েছে। উপকেন্দ্রগুলো হলো:- ১) বিটিআরআই উপকেন্দ্র, কালিটি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার; ২) বিটিআরআই উপকেন্দ্র, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; ৩) বিটিআরআই উপকেন্দ্র, পঞ্চগড়; ৪) বিটিআরআই উপকেন্দ্র, সুয়ালক, বান্দরবান। এছাড়াও চট্টগ্রামের বাঁশখালি উপজেলাতে বিটিআরআই এর একটি গবেষণা খামার রয়েছে। এসব উপকেন্দ্র এবং গবেষণা খামার থেকে চা বাগানগুলোতে প্রযুক্তিগত নানা ধরণের সহায়তা দেয়া হয়।

৫.২ প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)

দেশের চা বাগানের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, চা শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণ/কোর্স পরিচালনা, চা শ্রমিক এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য শ্রমকল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, চা বাগান থেকে পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট।

৫.৩ পরিকল্পনা শাখা

- চা শিল্পের জন্য স্ট্রাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন, বাগানের চা কারখানা/বটলিফ চা কারখানা স্থাপনের অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে প্রকল্প পরিচালকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, বাগানের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা/অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় বাগান/ব্যাংক/উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সমন্বয় করা, সহায়তা নতুন চা বাগান সমূহ প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবতা যাচাই, ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ বাস্তবায়নে সহায়তা, কর্মপন্থা গ্রহণ, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা, চা বাগানের জন্য সরকার নির্ধারিত কোটায় রাসায়নিক সার প্রাপ্যতার ব্যবস্থা করা।
- অনুমোদিত রির্টান ফরমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং মাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিতরণ
- বিটিআরআই ও পিডিইউ এর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং।
- উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং করা।
- চা শিল্পের জন্য স্ট্রাটেজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তাবনা তৈরি।
- চা শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি তদারকি করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের চাহিদা অনুসারে চা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রণয়ন করা, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর তৈরি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সভা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, জাতীয় চা দিবস উদযাপন ও জাতীয় চা পুরস্কার বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা

প্রদান, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, চা শিল্প সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ।

- রির্টান ফরমের মাধ্যমে দেশের চা বাগানসমূহের পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ ও মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন প্রস্তুত।
- বাগানে চায়ের উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং, বনজসম্পদ কর্তন মনিটরিং।

৫.৪ বাণিজ্য শাখা

- চা বিক্রয়, আমদানি ও রপ্তানি এবং বাজারজাতকরণ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ, চা ব্যবসার সকল ধরণের লাইসেন্স প্রদান, এক্স গার্ডেন সেল এর অনুমতি প্রদান, চা নিলাম সময়সূচি নির্ধারণ, নিলাম কার্যক্রম মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, চা ব্রোকার ও ওয়ারহাউজ লাইসেন্স প্রদান ও কার্যক্রম মনিটরিং।
- দেশের অভ্যন্তরে নিলাম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা, টি রিসোর্ট এন্ড মিউজিয়াম এর কার্যক্রম সম্পাদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চা মেলায় অংশগ্রহণ, চা প্রদর্শন ও বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা, টি সেলস কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভা আয়োজন, চা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন এবং দেশের চা বাণিজ্য সম্প্রসারণে নীতি প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদান, জাতীয় চা দিবস, জাতীয় চা পুরস্কার এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা প্রদান।

৫.৫ হিসাব শাখা

চা বোর্ডের যাবতীয় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, বাজেট প্রণয়ন, বিনিয়োগ পরিচালনা, বিল ভাউচার সংরক্ষণ, বেতন-ভাতাদি পরিশোধ, অবসরজনিত পাওনা পরিশোধ, অডিট সংক্রান্ত কাজ সহ যাবতীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন।

৫.৬ সংস্থাপন শাখা

- বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং আওতাধীন অফিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি/টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড, ছুটি, বেতন নির্ধারণ, ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুরী, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ।
- বোর্ড সভা, সিলেকশন কমিটির সভার কার্যক্রম গ্রহণ, শূন্য পদ পূরণ, নতুন যানবাহন ক্রয়, মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ, মন্ত্রণালয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ, সকল প্রকিউরমেন্ট, টেন্ডার, চা বোর্ডের অফিস ভবন ভাড়া, চুক্তি সম্পাদন, ভাড়া আদায়, বিদেশ ভ্রমন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার, ইনোভেশন, তথ্য অধিকার, সিটেজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ, বোর্ডের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, জাতীয় দিবস উদযাপন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন, অফিসার্স হোস্টেল ও গেস্ট হাউজ পরিচালনাসহ প্রশাসনিক সকল কার্যাদি সম্পাদন।

৫.৭ ভূমি নিয়ন্ত্রণ শাখা

বিধি বিধানের আলোকে চা বাগানের বরাদ্দকৃত জমি ইজারার সুপারিশ, মালিকানা হস্তান্তর, নতুন বাগান নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, বাগানসম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ, বোর্ডের মামলা পরিচালনা, চা বোর্ডের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি হেফাজত, কর পরিশোধ এবং সকল চা বাগান ও জমি সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্ট ও তথ্য সংরক্ষণ।

৫.৯ জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা

চা সম্পর্কিত সংবাদ মনিটরিং ও পেপার কাটিং সংরক্ষণ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ, মাসিক সমন্বয় সভা, চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা বোর্ডের সভা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুদান মঞ্জুরি সভার কার্যসম্পাদন, চা শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্টের কাজ মনিটরিং, প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন, গণমাধ্যমের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা।

৬.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

৬.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এর উদ্যোগে 'চা দিবসের সংকল্প, শ্রমিকবান্ধব চা শিল্প' প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ০৪ জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখে বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাতীয় চা দিবস-২০২৩ উদযাপিত হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি বিটিআরআই উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে চা দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

ক্যাপশন: জাতীয় চা দিবস ২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন।

৬.২ দেশের চা শিল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মত ২ ব্যক্তি এবং ৬ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি ০৪ জুন, ২০২৩খ্রি. তারিখে পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে ট্রফি ও সনদ তুলে দেন। আট ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রাপ্তরা হলো: (১) একর প্রতি সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী চা বাগান- ভাড়াউড়া চা বাগান (২) সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদনকারী বাগান-মধুপুর চা বাগান (৩) শ্রেষ্ঠ চা রপ্তানিকারক-আবুল খায়ের কনজ্যুমার প্রোডাক্টস লি. (৪) শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারী- মো: আনোয়ার সাদাত সম্রাট (পঞ্চগড়) (৫) শ্রমিক কল্যাণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা বাগান- জেরিন চা বাগান (৬) বৈচিত্র্যময় চা পণ্য বাজারজাতকরণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ কোম্পানি-কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট লি: (৭) দৃষ্টিনন্দন ও মানসম্পন্ন চা মোড়কের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা কোম্পানি-গ্রিন ফিল্ড টি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এবং (৮) শ্রেষ্ঠ চা পাতা চয়নকারী (চা শ্রমিক)- উপলক্ষী ত্রিপুরা, নেপচুন চা বাগান।

ক্যাপশন: প্রথম জাতীয় চা পুরস্কার ২০২৩-এ পুরস্কার বিজয়ীরা।

৬.৩ বাংলাদেশ চা বোর্ডের ৮৯তম বোর্ড সভা গত ২০ মার্চ ২০২৩খ্রি. তারিখে শ্রীমঙ্গল উপজেলাস্থ টি রিসোর্ট এন্ড মিউজিয়ামের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি-এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বাংলাদেশ চা বোর্ড ও এর আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট, টি রিসোর্ট এন্ড মিউজিয়াম এবং চা বোর্ড পরিচালিত বাগান বিষয়ে নির্ধারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া বোর্ডের সদস্যবৃন্দ দেশের চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি, সমস্যা, সম্ভাবনা এবং এ শিল্পের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভবিষ্যত করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ক্যাপশন: বাংলাদেশ চা বোর্ডের ৮৯তম বোর্ড সভায় বোর্ড সদস্যবৃন্দ।

৬.৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি মহোদয়ের সাথে যুক্তরাজ্যভিত্তিক চা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ’ এর একটি প্রতিনিধি দল গত ২৫ আগস্ট ২০২২ খ্রি. তারিখ মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে সৌজন্য স্বাক্ষাত করেন। এ সময় বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি; লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ এর পরিচালক শেখ অলিউর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের চা রপ্তানির সম্ভাবনা বিষয়ে এ সময় প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা হয়।

ক্যাপশন: বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ এর প্রতিনিধি দলের স্বাক্ষাৎ

৬.৫ দেশে চা রপ্তানি উৎসাহিতকরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪% হারে নগদ রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৬ দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশ্বের ১৫টি দেশে ০.৮৫ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি হয়েছে।

৬.৭ চা নিলামকে আধুনিকায়ন ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ নিলামবর্ষ থেকে চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে অনলাইনে চা বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৬.৮ পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন ৫টি ব্রোকার হাউজ এবং ২টি ওয়ারহাউজকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৬.৯ পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপনের পর সুষ্ঠভাবে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি এর সভাপতিত্বে বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে চা ব্রোকার্স, বটলীফ কারখানার মালিক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬.১০ পঞ্চগড়ের ব্রোকার ও ওয়ারহাউজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিলাম কেন্দ্র পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো:

আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি-এর সভাপতিত্বে বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে 'অনলাইন টি অকশন সিস্টেম' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে পঞ্চগড়ে একটি আধুনিক চা নিলাম কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং পঞ্চগড় নিলাম কেন্দ্রে শুরু থেকেই অনলাইনে নিলাম শুরু করার পরিকল্পনার বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

৬.১১ চায়ের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটিআরআই প্রতি বছর চা বাগান ব্যবস্থাপক ও চা চাষীদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাতেকলমে চা আবাদী ব্যবস্থাপনা যেমন- মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাত নির্বাচন কৌশল, আধুনিক চা চাষাবাদ পদ্ধতি (প্রুনিং, টিপিং, প্লাকিং, ড্রেনেজ ও খরা ব্যবস্থাপনা) পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, চা প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বার্ষিক কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে বিটিআরআই ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২টি ওয়ার্কশপ-সেমিনার এবং ২টি বার্ষিক কোর্স আয়োজন করে। বার্ষিক কোর্সে প্রায় ৯৫৮ জন সহকারী ব্যবস্থাপককে সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্যাপশন: বিটিআরআই কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ কোর্স-এ বক্তব্য রাখছেন চা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি।

৬.১২ বিটিআরআই এর উদ্যোগে ৭টি ভ্যালিভিত্তিক চা আস্বাদনী (টেস্টিং) অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। চা আস্বাদনী অধিবেশনে বাগানসমূহের সর্বশেষ তৈরি চায়ের নমুনার বিশ্লেষণ (টি টেস্টিং) করা হয় এবং উন্নতমানের চা তৈরি করার সকল ধরনের প্রয়োজনীয় কারিগরি উপদেশ প্রদান করা হয়।

৬.১৩ চায়ের গুণগতমান উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের উদ্যোগে গত ২৫-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সপ্তাহব্যাপী "Tea Tasting & Quality Control" কোর্স

অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত চা ব্যবসায়ী, টি টেস্টার ও বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে বিশেষজ্ঞ টি টেস্টারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ভালো মানের চা তৈরির হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬.১৪ ‘ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল’ এর মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও বান্দারবান জেলার ক্ষুদ্র চাষীদের চা আবাদ বিষয়ে মোট ২৫টি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৬.১৫ বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি এর সভাপতিত্বে উত্তরাঞ্চলের চা শিল্পের অংশীজনদের সাথে গত ২৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি. তারিখে রংপুর সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে উত্তরাঞ্চলের চা উৎপাদনকারী জেলাগুলো থেকে আগত চা চাষী, বাগান মালিক, ফ্যাক্টরি মালিক ও ব্যবসায়ী নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাপশন: বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন।

৬.১৬ চা শিল্পে স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে চা চোরাচালান রোধ ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তিতে ‘টি সফট’ নামে একটি সফটওয়ার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.১৭ চা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ও সেবা জনগণের কাছে পৌছে দিতে ‘দুটি পাতা একটি কুড়ি’ নামক মোবাইল অ্যাপসটি আরও আধুনিকায়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া ‘সমতলের চা শিল্প’ নামে একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে।

৬.১৮ উত্তরাঞ্চলে এ পর্যন্ত ৫৩টি বটলিফ চা কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ২৬টি চা কারখানা বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৬.১৯ ২০২২-২৩ অর্থবছরে খুচরা-পাইকারি, বিডার, ব্লেন্ডার এবং ব্রোকার ব্যবসার সকল লাইসেন্স অনলাইন সিস্টেমে প্রদান করা হয়েছে।

৬.২০ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভূর্তকি মূল্যে দেশের সকল চা বাগানে সার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬.২১ লালমনিরহাট জেলায় চা চাষ সম্প্রসারণ ও ক্ষুদ্র চা চাষীদের প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলার সদর উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত ০১ একর জমির দখল গত ১২ মার্চ, ২০২৩ খ্রি. তারিখে বুঝে নেওয়া হয়। বর্তমানে উক্ত জমিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড ক্যাম্প অফিস নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

ক্যাপশন: লালমনিরহাটে চা বোর্ডের স্থায়ী ক্যাম্প অফিসের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে চা বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ।

৬.২২ বাংলাদেশ চা বোর্ড এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম এনডিসি, পিএসসি গত ২২ ডিসেম্বর, ২০২২খ্রি. তারিখে লালমনিরহাট জেলায় চা চাষ সম্প্রসারণে চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে প্রণোদনা সামগ্রী (সেচ যন্ত্র, স্প্রেয়িং মেশিন, প্রুনিং মেশিন, প্লাকিং মেশিন, মাকড়নাশক) বিতরণ করেন।

ক্যাপশন: ক্ষুদ্র চাষীর হাতে সেচ যন্ত্র তুলে দিচ্ছেন চা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি।

৬.২৩ বান্দরবান জেলায় চা চাষ সম্প্রসারণ ও ক্ষুদ্র চা চাষীদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রুমা উপজেলায় জমি অধিগ্রহণপূর্বক চা বোর্ডের ক্যাম্প অফিস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.২৪ বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে চা বাগান শ্রমিকদের ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

৬.২৫ চা বাগান শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে শিক্ষা বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা উন্নয়ন কাজে মোট ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৬.২৬ চট্টগ্রাম শহরের বায়েজিদ এলাকাস্থ শান্তিনগরে অবস্থিত চা বোর্ড আবাসিক এলাকায় কর্মচারিদের আবাসন সুবিধাবৃদ্ধির অংশ হিসেবে নবনির্মিত আবাসিক ভবন (৪টি সেমিপাকা কটেজ) এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্মিত সীমানা দেয়াল গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করা হয়।

ক্যাপশন: কর্মচারিদের জন্য নবনির্মিত সেমিপাকা কটেজ ভবনের উদ্বোধন করছেন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়।

৬.২৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 'এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না' যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ডের অফিস প্রাঙ্গন ও আবাসিক এলাকার পতিত জমিতে শাকসবজির চাষ শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে নির্দেশনা দেন। বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি চা বোর্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট, উপকেন্দ্রসমূহ, লালমনিরহাট ও বান্দরবান প্রকল্প কার্যালয় অনাবদি জমিতে শাকসবজি ও ফলের গাছ রোপন করা হয়েছে।

৬.২৮ জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গাবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কেটে শুভ জন্মদিনের সূচনা, শিশুদের চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলসহ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়।

ক্যাপশন: বাংলাদেশ চা বোর্ড-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন।

৬.২৯ বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রামে গত ১৫ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে।

৬.৩০ দেশের উত্তরাঞ্চলে ০৫টি জেলায় চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানে মোট ১২,০৭৯.০৬ একর জমিতে চা আবাদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রায় ৮ হাজার ক্ষুদ্র চাষী চা আবাদ করছেন এবং চা চাষের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হয়েছে।

৬.৩১ চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা বাগানগুলোতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলার বাঁশখালী উপজেলায় ২০০ একর জমিতে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অঞ্চলভিত্তিক চা গবেষণা খামারে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম ডিসেম্বর, ২০২২ মাস থেকে শুরু করা হয়েছে।

৬.৩২ জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালা ২০২২ গেজেট আকারে প্রকাশ।

৬.৩৩ চায়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে "উন্নয়নের পথ নকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প" প্রণয়ন করা হয়; যা অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে অনুমোদিত হয়। "উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প" তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে: (ক) স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০) (খ) মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫) ও (গ) দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)। ইতোমধ্যে স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং মধ্য মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.৩৪ **অনলাইন সিস্টেমে চা লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল সেবা প্রদান:** সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও জনগণের দৌড়গোড়ায় চা সেবা পৌছে দিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক চা ব্যবসা সংক্রান্ত সকল লাইসেন্স সেবা 'অনলাইন টি লাইসেন্স সিস্টেম' (https://tealicense.gov.bd/) এর মাধ্যমে শতভাগ অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনলাইন চা লাইসেন্স সিস্টেমে লাইসেন্স নিবন্ধন এবং নবায়ন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান:

ক্রমিক নং	লাইসেন্স এর ধরণ (নিবন্ধন ও নবায়ন)	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা/হার
১	খুচরা-পাইকারি	৭৫০টি	৭৫০টি (১০০%)
২	বিডার	২৪৩টি	২৪৩টি (১০০%)
৩	ব্লেন্ডার	৭০টি	৭০টি (১০০%)
৪	ব্রোকার	১৭টি	১৭টি (১০০%)

৬.৩৫ **চা কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন সংক্রান্ত সেবা:** বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত চা কারখানার সংখ্যা মোট ১৫৫টি। উক্ত কারখানাগুলোর মধ্যে চা বাগানের নিবন্ধিত কারখানা ১২৯টি এবং উত্তরবঙ্গের নিবন্ধিত বটলিফ চা কারখানার সংখ্যা ২৬টি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট নিবন্ধন ও নবায়নকৃত চা কারখানার পরিসংখ্যান:

ক্রমিক নং	**বিষয়**	**প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা**	**নিষ্পত্তির সংখ্যা/হার**
১	চা কারখানা ও বটলিফ কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন	১৫০টি	১৫০টি (১০০%)

৬.৩৬ **চা বাগানের বনজ সম্পদ কর্তন/অপসারণ:** বাংলাদেশ চা বোর্ড থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চা বাগানের বনজ সম্পদ কর্তন/অপসারণের অনুমোদন গ্রহণকারী চা বাগানের সংখ্যা ০৩টি।

৬.৩৭ চাকরি হতে অবসরজনিত কারণে বোর্ডের ৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আনুতোষিক বাবদ ৬৮.৩৬ লক্ষ টাকা; লাম্পগ্রান্ট বাবদ ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২০.১৯ লক্ষ টাকা ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বাবদ ১৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১৬৭.৯২ লক্ষ টকা পরিশোধ করা হয়েছে।

৬.৩৮ বোর্ডে নিম্ন বেতনভুক্ত ৮ জন দুঃস্থ কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা বাবদ অনুদান হিসাবে ৩.২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩৯ সরকার প্রদত্ত ঋণসুবিধার অংশ হিসাবে বোর্ডের ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৫.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ (গৃহ নির্মাণ/গৃহ মেরামত/মোটরসাইকেল/কম্পিউটার লোন) প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪০ ১৫ টি নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যার জড়িত টাকার পরিমাণ ৮৩৫.২৭ লক্ষ টাকা।

৬.৪১ দেশে বর্তমানে ১৬৮টি বৃহৎ চা বাগান রয়েছে। জেলাভিত্তিক চা বাগানের তথ্য:

ক্র.নং	**জেলা**	**বাগানের সংখ্যা**	**মোট**
১	মৌলভীবাজার	৯০টি	**১৬৮টি**
২	হবিগঞ্জ	২৫টি	
৩	সিলেট	১৯টি	
৪	চট্টগ্রামে	২২টি	
৫	রাঙ্গামাটি	২টি	
৬	খাগড়াছড়ি	১টি	
৭	পঞ্চগড়	৮টি	
৮	ঠাকুরগাঁও	১টি	

৬.৪২ **চা নিলাম:** ১৯৪৯ সাল থেকে চট্টগ্রামে দেশের প্রথম চা নিলাম শুরু হয়। পরবর্তীতে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ২০১৮ সালের ১৪ মে দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালু করা হয়। এছাড়া পঞ্চগড়ে ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর থেকে দেশের তৃতীয় এবং প্রথম অনলাইন চা নিলাম কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২২-২৩ নিলামবর্ষে ৬৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে ৪৫টি এবং শ্রীমঙ্গাল নিলাম কেন্দ্রে ২৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। ২০২২-২৩ নিলামবর্ষে মোট ৮৮.৭৫ মিলিয়ন কেজি চা গড়ে ১৯৬.৫৮ টাকা দরে নিলামে বিক্রয় হয়।

৬.৪৩ বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ -তে ৯৬.৬৫ নম্বর পেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তৃতীয় অবস্থান অর্জন করেছে।

৬.৪৪ বিটিআরআই কর্তৃক নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত সেবার পরিসংখ্যান:

ক্র.নং	বিষয়	সর্বমোট
১	ওয়ার্কশপ ও সেমিনার/গবেষণা উপকমিটি'র সভা আয়োজন (সংখ্যা)	১২
২	বার্ষিক কোর্স আয়োজন (সংখ্যা)	০২
৩	বিভিন্ন চা বাগানে উপদেশমূলক ভ্রমণ (সংখ্যা)	৯০
৪	মৃত্তিকা/সার এর নমুনা বিশ্লেষণ (সংখ্যা)	২০০১
৫	ভ্যালিভিত্তিক টি টেস্টিং কর্মসূচি (সংখ্যা)	০৭
৬	ফ্রেশ কাটিং সরবরাহ (সংখ্যা)	১১,৮৮,৯৩৪
৭	শিকড়যুক্ত চারা সরবরাহ (সংখ্যা)	৩৬,৫৪৮
৮	বাই-ক্লোনাল বীজ সরবরাহ (কেজি)	৮৪৫
৯	ক্ষুদ্র চা চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	০৬
১০	তৈরি চা এর নমুনার গুণগত মান নির্ণয় (সংখ্যা)	৮৭২
১১	জার্নাল, সার্কুলার ও বার্ষিক প্রতিবেদন (সংখ্যা)	০৩

৬.৪৫ পিডিইউ কর্তৃক নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত সেবার পরিসংখ্যান:

ক্রমিক	বিষয়	সর্বমোট
১	চা বাগান পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ	১৪০ টি
২	চা বাগানের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রতিবেদন	১৩৯ টি
৩	চা কারখানা পরিদর্শন	১২১ টি
৪	চা চাষীর ক্ষুদ্র চা আবাদী সরেজমিনে পরিদর্শন	৫৪ জন
৫	ক্ষুদ্র চা চাষীদের জন্য কর্মশালা	০৫টি
৬	পিডিটিএম কোর্স মডিউল	১০টি
৭	চা বাগানের উন্নয়নে কর্মশালা	০৩টি
৮	চা আবাদ সম্প্রসারণ পরিদর্শন	৪০৯.৬২ হেক্টর
৯	রিপ্লানটিং পরিদর্শন	৪২০.২৬ হেক্টর
১০	টি টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোর্স	২টি (৯৩জন)

৭.০ বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীন ২টি চা সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প দুটি যথাক্রমে: ১। Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattagram Hill Tracts, ২। Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat.

৭.১ Project Name: Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattagram Hill Tracts

Objectives of the project:
(a) To extend small holding tea cultivation in 300 hectares of land by organizing and motivating the farmers in project area.
(b) To provide suitable technologies and financial support to the small tea growers under the program and to train the tea small growers and the executives involved with the implementation of the project for capacity building and skill development.
(c) To establish a BTB's regional office at Bandarban Sadar and a project office at Ruma Upazila for facilitating small holding tea plantation program.
(d) To develop socio-economic condition of the project area through creating employment opportunity and income generating activities.

(e) To Establish Tea Processing Factory at project Area.

Implementation period:
(a) Original: 1st January' 2016 – 31st December' 2020
(b) Revised: 1st January' 2016 – 31st December' 2023
Location of the project:
Bandarban sadar, Rowangchari and Ruma upazila
Project Director: Sumon Shikder, DDP (Acting) & Senior Planning Officer, Bangladesh Tea Board.

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম:

- চা চারা উত্তোলন করা হয়েছে ১.৫০ লক্ষ।
- চা চারা বিতরণ করা হয়েছে ১.৭৩ লক্ষ।
- চা আবাদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে ২৬ হেক্টর/৬৪.২২ একর।
- চা চাষীদের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯ টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- চা চাষীদের বাগান প্রুনিং করা ও পোকামাকড় দমনের জন্য স্প্রে করার সুবিধার্থে প্রকল্প হতে বিনামূল্যে ২৫ প্রুনিং দা ও ১৫ টি স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় রুমা উপজেলায় ০.৬০ (ষাট শতক) একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ব্যয়-৬৫.৫২ লক্ষ, আর্থিক অগ্রগতি-৫২.৮৪%, ভৌত অগ্রগতি-৮৮.৬৩%।
- প্রকল্পের শুরু থেকে মোট বরাদ্দকৃত (৯৯৯.৩৫ লক্ষ) টাকার বিপরীতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৬৪% এবং ভৌত অগ্রগতি- ৯৩.১৮% (আরডিপিপি অনুযায়ী)।

৭.২ Project Name: Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat

Objectives of the Project:

a. To increase tea production of 2,50,000 kg. per year from 100.00 hectare of land in lalmonirhat district to meet increasing local demand and to boost up export market.

b. To utilize the privately owned and uneconomic lands of Lalmonirhat district.

c. To create 700 nos. employment opportunities to alleviate poverty and to improve the socio-economic conditions of the rural poor farmers.

Implementation Period:

a) Original : July'2015-June'2020
b) Revised : July'2015-June'2023

Location of the Project: Lalmonirhat district.
Project Director: Md. Arif Khan, Development Officer, Project Development Unit, Bangladesh Tea Board.

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম:

কার্যক্রম	২০২২-২০২৩ সনের অর্জন (১ জুলাই,২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
আর্থিক অগ্রগতি	১৭৯.৪৭ লক্ষ টাকা (লক্ষ্যমাত্রা আরএডিপি বরাদ্দ ১৮১.০০ লক্ষ টাকার ৯৯.১৬%)	৫৪৩.২২ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দ ৬৫২.০০ লক্ষ টাকার **৮৩.৩২%**)
ভৌত অগ্রগতি	২৭.৫৫% (লক্ষ্যমাত্রা ২৭.৭৬ এর ৯৯.২৪%)	**৮৩.৩৪%**
চা এলাকা সম্প্রসারণ	৩৯.৭৩ একর	২৪০.৬৬ একর (লক্ষ্যমাত্রা ২৪৭.০০ একর এর ৯৭.৪৩%)
চা চারা উত্তোলন	চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১.০০ লক্ষ টি । উত্তোলন ০.৮০ লক্ষ টি (অগ্রগতি ৮০%)	১৫.০০ লক্ষ টি উত্তোলন ১৪.৮০ লক্ষ টি (অগ্রগতি ৯৮.৬৭%)
ছায়াগাছের চারা উত্তোলন	লক্ষ্যমাত্রা ১,০০০ টি, উত্তোলন ১,০০০ টি। (অগ্রগতি ১০০%)	২৫,০০০ টি । (লক্ষ্যমাত্রার ১০০%)
নিবন্ধন প্রদান	লক্ষ্যমাত্রা ৩৫ টি অর্জন ৩৫ টি (অগ্রগতি ১০০%)	লক্ষ্যমাত্রা ২০০ টি অর্জন ১৮৫ টি (অগ্রগতি ৯২.৫০%)
জমি অধিগ্রহন	১.০০ একর (লালমনিরহাট সদর) অগ্রগতি ১০০%	২.১২ একর (পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট সদর) অগ্রগতি ১০০%
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা	১১২ জন	৬৮২ জন (লক্ষ্যমাত্রা ৭০০ জনের ৯৭.৪৩%)
স্থায়ী অফিস ভবন	নির্মাণ কাজ চলমান	নির্মাণ কাজ চলমান

....

সমাপ্ত।